বিএআরআই
সংবাদ
বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ৩, ২০২৪
www.bari.gov.bd
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টার বারি পরিদর্শন

মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় করছেন।

টিভি ও প্রেস মিডিয়ায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)।

অনুষ্ঠানে বারি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) গত ০৮ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন। এ উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট এর বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। এরপর প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও শ্রমিকবৃন্দ মাননীয় উপদেষ্টার নিকট তাদের সংশিষ্ট বিষয়গুলো তুলে ধরেন। মাননীয় উপদেষ্টা সবার বক্তব্য অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শোনেন। মাননীয় উপদেষ্টা কৃষিতে বিজ্ঞানীদের অসামান্য অবদান স্বীকার করে ভবিষ্যতে আরও সম্ভাব্য সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এ সময়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উলাহ মিয়ান উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বিজ্ঞানীদের কাজের প্রশংসা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বারি'র বিভিন্ন কেন্দ্র/বিভাগ/শাখার বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক সহকারী, কর্মচারী এবং শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন সমাধান, দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শান্তি, সুশাসন, পুলিশ সংস্কার, মানবাধিকার, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সরকারকে সহায়তা করে আসছে। সারা বিশ্ব প্রেক্ষাপটে কিংবা বাংলাদেশে এসডিজি এর মূল চেতনা বাস্তবায়নে বিশেষ অর্থ বহন করে। কাউকে পিছিয়ে রাখবেন না (Leave no one behind) যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) বাস্তবায়নের বিষয়ে অবহিত করে, তা নির্ধারণ করে যে বিশ্ব ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজের সবচেয়ে দুর্বল এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর উদ্বেগ এবং আগ্রহের বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ধারণাটি নিশ্চিত করা যে সমাজের কোনো অংশ উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং এর ইতিবাচক ফলাফল থেকে বাদ না পড়ে। কোনো সেক্টরেই কৃষি খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক নয়। SDG এর অর্জন অনেক, SDG 2 (শূন্য ক্ষুধা) এবং SDG 1 (শূন্য দারিদ্র্য), এই সেক্টরের কর্মক্ষমতার উপর গুরুত্বপূর্ণভাবে নির্দেশ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রেক্ষাপটে, একটি কার্যকরী বিষয় হলো, পিছিয়ে পড়া এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের জীবনযাত্রার উন্নতির সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলির মধ্যে একটি হল কৃষি খাতের বৃদ্ধিকে সমর্থন করা। যেভাবে কৃষিতে নিয়োজিত এবং গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের উদ্বেগ ও স্বার্থকে কৃষি রূপান্তরের কেন্দ্রে রাখে।

একনকি সর্বশেষ মহামারী - প্ররোচিত অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও কৃষি আবারও আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস হিসাবে সামনে এসেছে। সম্প্রতি (গত বছর বা তারও বেশি সময় ধরে) আমরা আবারও গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি। বাংলাদেশের অর্থনীতি আসলেই এক সন্ধিক্ষণে। একদিকে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে একটি উন্নয়নশীল দেশে রুপান্তরিত হওয়া এবং আরও ১০-১৫ বছরে ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার আশাবাদ রয়েছে। অন্যদিকে, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সেই সাথে অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত বিভাজনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকার সাথে জড়িত বিষয়গুলির প্রতি অবশ্যই আরও সংবেদনশীল হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে কৃষির পরিবর্তন এবং নতুন প্রেক্ষাপটে কৃষি উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ সম্পর্কেও আমাদের সচেতন হতে হবে। ■

বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৃষি যন্ত্র উন্নয়ন...

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

রাশীদ আহমদ। অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ; পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. আবু হেনা ছরোয়ার জাহান; পরিচালক (ডাল গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. ছালেহ উদ্দিন এবং বারি, ব্রি, বিজেআরআই এর বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানীবৃন্দ। অনুষ্ঠানটিতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এফএমপিই) বারি ও সিসা-এমইএ প্রকল্পের বারি অংশের প্রিন্সিপ্যাল ইনভেসটিগেটর ড. মোহাম্মদ এরশাদুল হক। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এফএমপিই বিভাগ) ড. মো. নূরুল আমিন। ■

বারিতে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিভা...

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

যন্ত্রের জন্য রিজভী আহমেদ নিলয় এবং ফুলের পরাগ রেনু শুকানোর যন্ত্র পোলেন ড্রয়ারের জন্য সৈয়দ মুহাম্মদ মঈনুল আনোয়ারকে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ এরশাদুল হক।

উক্ত গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হয় "কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা (এফএমডি)" শীর্ষক প্রকল্প এর আওতায়। ■

বারিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সরেজমিন বিভাগ এর আয়োজনে গত ০৩ জুলাই ২০২৪ খ্রি. ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন টেকসই করার জন্য প্রশমন ও অভিযোজন কৌশল তৈরি করা বিষয়ক বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ড. জহুরুল করিম। এসময় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক (শস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ, কেজিএফ) ড. মো. আক্কাস আলী। কর্মশালায় প্রকল্প পর্যালোচনাকারী হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সাবেক পরিচালক (পিএন্ডই, কেজিএফ) প্রফেসর ড. আব্দুল হামিদ। পরে অনুষ্ঠানে গবেষণা অর্জনের উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন প্রকল্প কো-অর্ডিনেটর (এমসিসিএ প্রকল্প) ড. মো. মনিরুজ্জামান; প্রফেসর (লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রি), বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, ড. মো. মোরশেদুর রহমান এবং প্রফেসর (ফিসারিজ), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিহ, ড. এ. কে. শাকুর আহাম্মদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডশন (কেজিএফ) ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস; বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার; বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সাবেক মহাপরিচালক ড. মো. মতিউর রহমান। এছাড়াও বারি/ব্রি/কেজিএফ এর বিভিন্ন কেন্দ্র/বিভাগের সিনিয়র বিজ্ঞানীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) ড. নাথু রাম সরকার। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সিমিট প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

বারি মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুলাহ ইউছুফ আখন্দ এর সাথে সিমিট প্রতিনিধি দল

আন্তর্জাতিক ভুট্টা এবং গম উন্নয়ন কেন্দ্র (সিমিট) প্রতিনিধি দল গত ২৩ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রি. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলটি বারি সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে বারি মহাপরিচালকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত মত বিনিময় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুলাহ ইউছুফ আখন্দ। এ সময় বারি'র উপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন ড. মো. বজলুর রহমান, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর। এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ; পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ; পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. আবু হেনা ছরোয়ার জাহান; পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান এবং পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. মতিয়ার রহমান। এছাড়াও *এরপর পৃষ্ঠা ৫*

বারি ও সুপ্রিম সীড কোম্পানি লিঃ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে বারি'র পরিচালক (প্র: ও যো:) ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান সুপ্রিম সীড কোম্পানির সাথে চুক্তিপত্র বিনিময় করছেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এবং সুপ্রিম সীড কোম্পানি লিমিটেড এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান গত ০৫ নভেম্বর ২০২৪ বারি'র সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুলাহ ইউছুফ আখন্দ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পক্ষে পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং) ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান এবং সুপ্রিম সীড কোম্পানি লিমিটেড এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ.এইচ.এম. হুমায়ুন কবির সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে বারি'র সাবেক পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম; পরিচালক (গবেষণা) ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ; পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. এফ এম আবদুর রউফ এবং সুপ্রিম সীড কোম্পানি লিমিটেড এর চেয়ারম্যান কৃষিবিদ মোহাম্মদ মাসুম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বারি এবং সুপ্রিম সীড কোম্পানি লিমিটেড এর বিভিন্ন কেন্দ্র ও বিভাগের সিনিয়র বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির কো-অর্ডিনেট এর দায়িত্ব পালন করেন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. ইমরান খান চৌধুরী। ■

এএফএসিআই প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

বারি মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুলাহ ইউছুফ আখন্দ এর সাথে এএফএসিআই প্রতিনিধি দল।

এশিয়ান ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার কো-অপারেশন ইনিশিয়েটিভ (এএফএসিআই), প্রতিনিধি দল গত ২৮ আগস্ট, ২০২৪ খ্রি. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধি দলটি বারি সদর দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে বারি মহাপরিচালকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত মত বিনিময় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুলাহ ইউছুফ আখন্দ। এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারি'র মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব বিভাগ) ড. নির্মল কুমার দত্ত এবং বারি'র বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানীবৃন্দ। পরে প্রতিনিধি দল বারি'র বিভিন্ন গবেষণাগার ও গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ■

বারি ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. লুৎফর রহমান এবং বারি'র মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্র. ও যো.) ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান গত ০২ জুলাই ২০২৪ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পক্ষে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর পক্ষে রেজিস্ট্রার, ড. মোহাম্মদ নাদির বিন আলী সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে ড্যাফোডিল *এরপর পৃষ্ঠা ৫*

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পরিচালক হিসেবে যোগদান

পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান

ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং এ কর্মরত ছিলেন।

ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ ১৯৯২ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ২৯টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ৯টি বুকলেট/লিফলেট প্রকাশ করেছেন। তিনি একজন উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ এবং বাংলাদেশ উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব সমিতি, বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতি ও কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর আজীবন সদস্য। তিনি ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী থেকে ২০১২ সালে Czto-Pathological and Genetic Studies of *Botrztis cinerea causing* Botrztis Graz Mold disease in Chickpea (*Cicer arietinum.* L) এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপে যোগদানের উদ্দেশ্যে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ড. আশরাফ ১৯৬৭ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৩ সন্তানের জনক। ■

পরিচালক (কন্দাল ফসল) হিসেবে যোগদান

ড. মো. মতিয়ার রহমান

ড. মো. মতিয়ার রহমান গত ০৫ মার্চ, ২০২৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (কন্দাল ফসল) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

ড. মো. মতিয়ার রহমান ১৯৯২ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি জার্নালে তাঁর ২৬টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ১০টি বুকলেট/লিফলেট প্রকাশ করেছেন। তিনি একজন উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদ এবং প্ল্যান্ট প্যাথলজি সোসাইটির আজীবন সদস্য। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে ২০১১ সালে Study of black surf disease of potato & their management এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপে যোগদান করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২ ছেলে ও ১ মেয়ে সন্তানের জনক। তিনি ১৯৬৬ সালে দিনাজপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ■

পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে যোগদান

ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ

ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি ২৬/১০/২৩ থেকে ০২/০৯/২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ ১৯৯২ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১২ সালে "Study on the Genetic Diversity of Geneva" এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ যোগদানের উদ্দেশ্যে থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, নেপাল, ভিয়েতনাম এবং চীন ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২ পুত্র সন্তানের জনক। ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ ১৯৬৬ সালে ফরিদপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ■

পরিচালক (তৈলবীজ) হিসেবে যোগদান

ড. মো. মনিরুল ইসলাম

ড. মো. মনিরুল ইসলাম গত ২৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (তৈলবীজ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন।

ড. মো: মনিরুল ইসলাম ১৯৯২ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ৫৯টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ২টি বই, ৭টি বুকলেট, ৫টি ফ্যাক্টশীট ও ৬টি ট্রেনিং মডিউল প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি একটি আন্তর্জাতিক প্রসিডিং সম্পাদনা করেছেন। তিনি একজন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী, Probe Soil Science এর সম্পাদক এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান সমিতি ও বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির আজীবন সদস্য। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে ১৯৯১ ও ১৯৯৭ সালে যথাক্রমে বিএসসি (এজি) এবং এমএস ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সাবেক IPSA) থেকে ২০০৯ সালে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ের উপর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি ২০১২ সালে "Phztoremediation of Contaminated Soil for Increasing Soil Fertilitz and Productivitz" বিষয়ের উপর ইউনিভার্সিটি পুত্রা, মালয়েশিয়া থেকে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপে যোগদানের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, নেদারল্যান্ড এবং জার্মানী ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র সন্তানের জনক। তিনি ১৯৬৬ সালে মেহেরপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পরিচালক হিসেবে যোগদান

পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে যোগদান

ড. মুহা. আতাউর রহমান

ড. মুহা. আতাউর রহমান গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের মৃত্তিকা ও পানি ব্যবস্থাপনা শাখায় কর্মরত ছিলেন।

ড. মুহা. আতাউর রহমান ১৯৯২ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ৩০টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ১০টি বুকলেট/লিফলেট প্রকাশ করেছেন। তিনি জাপানের কিউসু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৫ সালে Phzsiological basic of heat tolerance in wheat এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপে উপস্থাপক হিসেবে যোগদানের উদ্দেশ্যে নেপাল, ভারত, ভূটান, জাপান, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও মালেশিয়া ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২ সন্তানের জনক। ড. মুহা. আতাউর রহমান ১৯৬৭ সালে দিনাজপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ■

পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব) হিসেবে যোগদান

ড. এফ. এম. আবদুর রউফ

ড. এফ. এম. আবদুর রউফ গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ডাল গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনায় কর্মরত ছিলেন।

ড. এফ. এম. আবদুর রউফ ১৯৯০ খ্রি. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ২৯টি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ৬টি বুকলেট/লিফলেট প্রকাশ করেছেন। তিনি একজন কীটততত্ত্ববিদ এবং বাংলাদেশ কীটতত্ত্ব সমিতির আজীবন সদস্য। ড. আবদুর রউফ ২০০৯ খ্রি. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে কীটতত্ত্ব এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তাইওয়ান, ভারত ও থাইল্যান্ড ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ২ সন্তানের জনক। তিনি ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৫ খ্রি. যশোর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ■

পরিচালক (ডাল) হিসেবে যোগদান

ড. মো. ছালেহ উদ্দিন

ড. মো. ছালেহ উদ্দিন গত ০৫ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ডাল) হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুর-এ কর্মরত ছিলেন।

ড. মো. ছালেহ উদ্দিন ১৯৯২ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এর পর তিনি নিয়মিতভাবে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। দেশি বিদেশি জার্নালে তাঁর ৫২ টি গবেষণা মূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ৬টি বুকলেট/লিফলেট প্রকাশ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্বিবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে ২০০৬ সালে "Genetic on salt tolerance of wheat" এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারত, জার্মানী, নেপাল ও চীন ভ্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৩ সন্তানের জনক। ড. ছালেহ ১৯৬৬ সালে বরিশাল জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবাওে জন্ম গ্রহন করেন। ■

বারি ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি...

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. লুৎফর রহমান; বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম এবং মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং) ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বারি ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

সিমিট প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

বারি'র বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রতিনিধি দল বারি'র বিভিন্ন গবেষণাগার ও গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোস প্রকাশ করেন। ■

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

জোবায়ের আকন্দ

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

তাঁর পিতা মোঃ ওয়াহিদ আকন্দ ছিলেন গাজীপুরের একজন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক এবং মাতা মিসেস জাহানারা বেগম একজন গৃহিনী। তিনি মিসেস লুৎফুন নাহার লতা (সহাকারি শিক্ষক, পশ্চিম জয়দেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । তিনি দুই ছেলে মুয়াজ আবরার আকন্দ ও ইয়াজ মাশরুর আকন্দের জনক। ■

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

শাহানা সুলতানা, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর, ১৮ মে ২০২২ খ্রি. তারিখে মারডক ইউনিভার্সিটি, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া থেকে সয়েল সায়েন্স এ পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার পিএইচডি প্রোগ্রামের গবেষণার শিরোনাম "Sources and mechanisms of tolerance to acid soil among wild Cicer Germplasm and their symbiosis." তিনি অস্ট্রেলিয়ার মারডক ইউনিভার্সিটির Centre for Sustainable Farming Systems, Food Futures Institute এর স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. রিচার্ড উইলিয়াম বেল এর তত্ত্বাবধানে পিএইচডি গবেষণা সম্পূর্ণ করেছেন। একই ইউনিভার্সিটির ড. ওয়েন্ডি ভেন্স এবং ড. গ্রাহাম ও'হারা ছিলেন তাঁর পিএইচডির সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক। তিনি এসিডিক ও এলুমিনিয়াম টক্সিক মাটিতে Cicer germplasm এর ফিজিওলজিকেল মেকানিজম এবং মাক্রোবিয়াল একটিভিটি বিশ্লেষণের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তার পিএইচডি কাজের ফলাফলগুলি শস্য বিজ্ঞানীদের wild Cicer থেকে এসিডিক ও এলুমিনিয়াম টক্সিক টলারেন্ট জিন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন এসিডিটি টলারেন্ট Cicer জাত উদ্ভাবনে সহায়ক হবে। তার পিএইচডি গবেষণা ও আনুসঙ্গিক ব্যয় MIPS scholarship, অস্ট্রেলিয়া থেকে অর্থায়ন করা হয়।

শাহানা সুলতানা

তাঁর পিতা মোঃ আলী আজম একজন বাকৃবি, ময়মনসিংহের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকতা এবং মাতা হোসনেআরা বেগম আফরোজা একজন গৃহিনী। তাঁর স্বামী মোঃ মেসবাহ্উদ্দিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত আছেন। তিনি এক কন্যা নাফিসা জেরিনের জননী। ■

মুহাম্মদ মুখলেছুর রহমান ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষি পরিসংখ্যান ও আইসিটি (এএসআইসিটি) বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএআরআই) ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ) ময়মনসিংহ থেকে রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তাঁর পিএইচডি প্রোগ্রামের গবেষণার শিরোনাম ছিল "Estimation of Potato Production and Yield Using Remote Sensing in Major Potato Growing Areas of Bangladesh"। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও ফলিত পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আমিরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে তার পিএইচডি গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। তাঁর এই পিএইচডি গবেষণালব্ধ কাজ আলুসহ অন্যান্য ফসলের আগাম উৎপাদনশীলতা ও ফসলী জমির পরিমাপের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। তাঁর পিএইচডি গবেষণা কাজের অর্থায়ন করেছিল "National Agricultural Technology Program- Phase II Project", কৃষি মন্ত্রণালয়

মুহাম্মদ মুখলেছুর রহমান

তাঁর বাবা আবদুর রাজ্জাক শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ীর একজন কৃষক এবং তাঁর মা মনোয়ারা বেগম একজন গৃহিণী ছিলেন। তিনি মিসেস সুরাইয়া সুলতানা উপজেলার পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি দুই ছেলে, মুবাশশির আহনাফ মুশফিক ও সাজিদুর রহমান সাজিদ এর জনক। ■

বারিতে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব গবেষণা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের আয়োজনে গত ০১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. বারি'র সেমিনার কক্ষে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব গবেষণা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর পরিচালক (গবেষণা) ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. আবু হেনা ছরোয়ার জাহান; পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান; পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. এফ এম আবদুর রউফ এবং পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. মতিয়ার রহমান। এছাড়াও বারি'র বিভিন্ন বিভাগ/কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বারি'র মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ) ড. মো. হারুনর রশিদ। ■

মঞ্চে উপবিষ্ট ড. মো. হারুনর রশিদ, ড. এফ এম আব্দুর রউফ, ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ, ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ, ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান এবং ড. মো. মতিয়ার রহমান (বাম থেকে শুরু)।

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

জোবায়ের আকন্দ, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যান শাখা এইচআরসি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), গাজীপুর, ১৪ নভেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি), রাজশাহী, থেকে বায়োইনফরমেটিক্স এবং জিনোমিক্স বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার পিএইচডি প্রোগ্রামের গবেষণার শিরোনাম ছিল "Statistical Modeling for Genome Data Analzsis to Detect Agricultural Biomarkers." তিনি বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ও বায়োইনফরমেটিক্স ল্যাব (ড্রাই) এর প্রধান ড. নুরুল হক মোলার তত্ত্বাবধানে পিএইচডি গবেষণা সম্পূর্ণ করেছেন। ড. মূনীরুল আলম, সিনিয়র বিজ্ঞানী, ইমার্জিং ইনফেকশনস, ইনফেকশাস ডিজিস ডিভিশন, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়া ডিজিজ, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), ছিলেন তাঁর পিএইচডির সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক। জিন এক্সপ্রেশন এবং SNP ডেটাতে আউটলায়ারের উপস্থিতিতে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ Biomarker Gene সনাক্ত করা যায় তার জন্য Robust স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যালগরিদম ডেভেলপ করেছেন। তিনি সেইসাথে ইন্টিগ্রেটেড জিনোমিক এবং বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতি প্রয়োগ করে গমের (*Triticum aestivum* L.) মধ্যে RNAi জিনের বিস্তর in silico জিনোম-ওয়াইড বিশ্লেষণ করেছেন । তার পিএইচডি কাজের ফলাফলগুলি শস্য বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন জিনোমিক ডেটা থেকে গুরুত্বপূর্ণ Biomarker Gene/জিনোমিক ইনফো বের করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনসহ উন্নত ফসলের জাত উদ্ভাবনে সহায়ক হবে। তার পিএইচডি গবেষণা কাজ "বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ" প্রকল্প থেকে অর্থায়ন করা হয়।

জোবায়ের আকন্দ

এরপর পৃষ্ঠা ৫

মো. গোলাম আজম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ডাল প্রজনন), ডাল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), ঈশ্বরদী, পাবনা সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ থেকে ডক্টর অফ ফিলোসফি (পিএইচডি) ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "Characterization and Selection of Mungbean (*Vigna radiata* L. Wilczek) Genotzpes for Higher Yield and Aroma Content" । তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের স্বনামধন্য প্রফেসর ড. মো. আমির হোসেন এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করেছেন । তিনি "বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা এবং উন্নয়ণ" শীর্ষক প্রকল্পের বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তায় তাঁর গবেষণা কাজ সমাপ্ত করেন। তাঁর পিএইচডি গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে এ পর্যন্ত ২টি গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাকিভাবে স্বীকৃত এস সি আই (SCI) ভূক্ত জার্নাল হতে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও বেশ কয়েকটি প্রকাশের জন্য প্রক্রিয়াধিন রয়েছে (SCI ভূক্ত জার্নালে)। তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল দেশের পুষ্টিসমৃদ্ধ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতের লক্ষ্যে অধিক পুষ্টিকর সোনামুগ এর জাত উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। যা মুগ ডালের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং জাত উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে ।

মো. গোলাম আজম

ড. আজম বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. গোলাম মোস্তফা এবং মোছা: চামেলী বেগম এর বড় পুত্র। তার স্ত্রী সারমিনা জামান। তিনি এক ছেলে মো. ইউনুস রহমান এবং এক মেয়ে সুমাইয়া রহমান এর জনক। ■

সৈয়দ রাফিউল হক, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, চট্টগ্রাম, ১৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়নসিংহের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন । তার পিএইচডি প্রোগ্রামের গবেষণার শিরোনাম ছিল "Characterization and Production of Qualitz Planting Materials of Pummelo and Sweet Orange"। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. মোঃ মোক্তার হোসেন এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুর রহিম এর তত্ত্বাবধানে পিএইচডি গবেষণা করেছেন। তিনি বাতাবি লেবু ফলের জার্মপ্লাজমের অঙ্গসংস্থান সংক্রান্ত বৈচিত্র্য এবং জিনগত বৈশিষ্ট্য SSR মার্কার ব্যবহার করে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়াও তিনি সাইট্রাস গ্রিনিং ডিজিজ মুক্ত বারি মাল্টা-১ এর চারা উৎপাদনের একটি প্রটোকলও উদ্ভাবন করেন । তার পিএইচডি কাজের ফলাফলগুলি বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি কৃষকদের উন্নত মানের বাতাবি লেবু এবং মাল্টার উৎপাদন পেতে সহায়তা করবে। তার পিএইচডি গবেষণার কাজ "সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বারি অংগ)" দ্বারা অর্থায়ন করা হয়। সৈয়দ রফিউল হক সৈয়দ জিয়াউল হক ও মনোয়ারা বেগমের একমাত্র পুত্র। তার স্ত্রী নাজনীন আক্তার এবং তাদের একমাত্র কন্যা সৈয়দা আসফিয়া রিসাহ্ এবং একমাত্র পুত্র সৈয়দ মুজাক্কিরুল হক। তিনি সকলের আশীর্বাদ কামনা করেন। ■

সৈয়দ রাফিউল হক

মো. সেলিম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পার্বত্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, রামগড়, খাগড়াছড়ি, ১৪ জুলাই ২০২৪ খ্রি. তারিখে কৃষি ও পরিবেশ বিভাগের অধীন ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া (ইউডব্লিউএ), অস্ট্রেলিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার পিএইচডি প্রোগ্রামের গবেষণামূলক শিরোনাম ছিল "Morphological and Physiological Traits of Soybean (Glzcine max L.) under Low Phosphorus and Water Stress Environments."। তিনি ড. জাকারিয়া সোলায়মান, প্রধান এবং সমন্বয়কারী সুপারভাইজার এবং অন্য দুই সুপারভাইজার, হ্যাকেট প্রফেসর ড. কদম্বত সিদ্দিক, পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচার, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া (ইউডব্লিউএ) এবং ড. ইয়ংলং চেন, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া (ইউডব্লিউএ) তত্ত্বাবধানে পিএইচডি গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। তার পিএইচডি গবেষণা কাজটি বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় দ্বারা অর্থায়ন করা হয়। তার পিতা মরহুম মোঃ এরশাদ উলাহ চট্টগ্রামের একজন উদ্যোক্তা ছিলেন এবং মাতা মিসেস জাহানারা বেগম ছিলেন একজন গৃহিনী। তিনি মিসেস নাদিয়া ফারজানা, সহকারী শিক্ষক, বাগমনিরাম এ. এস. সরকারি বালক প্রাথমিক বিদ্যালয় এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি দুই ছেলে ইহতাশাম তাহমিদ শাহিক ও আজমাইন ইকতেদার শরীমের জনক। ■

মো. সেলিম

বিএআরআই
সংবাদ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বারিতে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিভা অন্বেষণের পুরস্কার বিতরণ কর্মশালা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং (এফএমপিই) বিভাগ এর আয়োজনে গত ১৩ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি. বারি'র এফএমপিই বিভাগের সেমিনার কক্ষে কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করা (এফএমডি) প্রকল্প এর আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিভা অন্বেষণের পুরস্কার বিতরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন বিএআরআই এর পরিচালকবৃন্দ।

বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (গবেষণা) ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. আবু হেনা ছরোয়ার জাহান; পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মুহাম্মদ আতাউর রহমান; পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. মনিরুল ইসলাম; পরিচালক (উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র) ড. এফ এম আবদুর রউফ; পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. মতিয়ার রহমান এবং সাবেক পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. আইয়ুব হোসেন। এছাড়াও বারি'র বিভিন্ন কেন্দ্র/বিভাগ/শাখার সিনিয়র বিজ্ঞানীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (এফএমপিই বিভাগ) ও প্রকল্প পরিচালক এফএমডি প্রকল্প ড. মো. নূরুল আমিন। উক্ত কর্মশালায় প্রতিভা অন্বেষনের মাধ্যমে সারা দেশ থেকে মোট ০৪ (চার) জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম পুরস্কার প্রদান করা হয় রিমোট কন্ট্রোল পাওয়ার টিলার উদ্ভাবনের জন্য মো. আনোয়ার হোসেন, দ্বিতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয় যথাক্রমে- পাট কাটা মেশিনের জন্য হোসেন আলী বিশ্বাস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় ফলের গুণাগুণ বিশেষণ এবং পৃথকীকরণ *এরপর পৃষ্ঠা ২*

বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৃষি যন্ত্র উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং (এফএমপিই) বিভাগ এর আয়োজনে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. বারি'র এফএমপিই বিভাগের সেমিনার রুমে বারি উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৃষি যন্ত্র (মুগডাল ভাঙ্গানোর যন্ত্র, রসুন ও পেঁয়াজ রোপণ যন্ত্র এবং পাটের আঁশ ছাড়ানোর যন্ত্র) উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটির সহযোগিতায় ছিলেন সিরিয়াল সিস্টেম ইনিশিয়েটিভ ফর সাউথ এশিয়া-মেকানাইজেশন অ্যান্ড এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটি (সিসা-এমইএ), সিমিট, বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বারি মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ।

বারি উদ্ভাবিত এ যন্ত্রগুলোর বিভিন্ন সুবিধাবলি কৃষক, যন্ত্র প্রস্তুত কারক, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মী ও সাধারণ জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য আয়োজিত এ কর্মশালা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র সাবেক পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. আইয়ুব হোসেন। এসময় অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন যন্ত্র প্রস্তুত কারক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীগণ ও সিসা-এমইএ, সিমিট, বাংলাদেশ প্রকল্প দলের প্রধান উপস্থিত থেকে যন্ত্রগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটির সমাপনী বক্তব্য ও সভাপতিত্বে ছিলেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মুন্সী *এরপর পৃষ্ঠা ২*

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ
মুখ্য সম্পাদক : ড. মো. আতাউর রহমান
সম্পাদক : মো. হাসান হাফিজুর রহমান
আলোকচিত্র শিল্পী : পংকজ সিকদার

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
ফোন- +৮৮-০২-৪৯২৭০০৩৮

ডিজাইন ও মুদ্রণে : প্রিন্ট মিডিয়া
১৫৮, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশ: নভেম্বর ২০২৪